টপিক: শব্দের শ্রেণিবিভাগ

❖ বিভিন্ন বিসিএসে আসা প্রশ্ন বিশ্লেষণ

- ❑ নিচের কোনটি যৌগিক শব্দ? -৪৫তম বিসিএস
- ❑ 'কলম' শব্দটি 'কলমোস' থেকে এসেছে। কলমোস কোন ভাষার শব্দ? -৪৫তম বিসিএস
- ❑ নিচের কোনটি তৎসম শব্দ? -৪৪তম বিসিএস
- ❑ 'হরতাল' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? -৪৪তম বিসিএস
- ❑ 'আসমান' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? -৪৩তম বিসিএস
- ❑ বাবা কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? -৪২তম বিসিএস
- ❑ গির্জা কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? -৪০তম বিসিএস
- ❑ জোছনা কোন শ্রেণির শব্দ? -৪০তম বিসিএস
- ❑ 'হেড মৌলভি' কোন কোন ভাষার শব্দ যোগে গঠিত হয়েছে? -৩৬তম বিসিএস
- ❑ কোনটি মৌলিক শব্দ? -৩৭তম বিসিএস
- ❑ গিন্নি কোন ভাষার শব্দ? -৩৮তম বিসিএস
- ❑ বাবা কোন ভাষার শব্দ? -৩৮তম বিসিএস

❖ শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া

যে নিয়মে বাংলা ভাষার শব্দগুলো গঠিত হয়েছে তাকে শব্দগঠন প্রক্রিয়া বলে। বাংলা ভাষায় বিভিন্ন উপায়ে শব্দ গঠন হয়ে থাকে। শব্দ গঠনের প্রধান উপায় ৩টি। যথা-

- ❑ উপসর্গযোগে (আ+হার = আহার)
- ❑ প্রত্যয়যোগে (ঢাকা+আই = ঢাকাই)
- ❑ সমাসযোগে (নীল যে আকাশ = নীলাকাশ)
- ❑ এছাড়াও আরো কয়েকটি অপ্রধান উপায়ে শব্দ গঠন হোয়ে থাকে। যেমন-
- ❑ দ্বিরুক্তি শব্দযোগে (জ্বরজ্বর)
- ❑ সন্ধিযোগে (শুভ+ইচ্ছা = শুভেচ্ছা)
- ❑ বিভক্তিযোগে (আকাশ+এ = আকাশে)
- ❑ পদ পরিবর্তনের মাধ্যমে (সুন্দর থেকে সৌন্দর্য)

- ❑ একই শব্দের গঠন পদ্ধতি দুই রকম হলে আমরা নিচের ক্রমটি অনুসরণ করে উত্তর করবো।
- ❑ (উপসর্গ>প্রত্যয়>সমাস>সন্ধি)

❖ শব্দের শ্রেণিবিভাগ

- ❑ গঠন অনুসারে - ২ ভাগে
- ❑ অর্থানুসারে - ৩ ভাগে
- ❑ উৎপত্তি অনুসারে - ৫ ভাগে

❖ শব্দের শ্রেণিবিভাগ (নতুন বই অনুসারে)

- ❑ উৎস বিবেচনায় – ৪ শ্রেণিতে
- ❑ গঠন বিবেচনায় - ২ শ্রেণিতে
- ❑ পদ বিবেচনায় - ৮ প্রকার

❖ শব্দের গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ

- ❑ **মৌলিক শব্দ:** যে সব শব্দকে ভাঙলে আর কোনো অর্থসঙ্গতিপূর্ণ শব্দ পাওয়া যায় না, তাকে মৌলিক শব্দ বলে। যেমন- বউ, চাঁদ, গাছ, পাখি, ফুল, হাত, গোলাপ। মৌলিক শব্দগুলোই হচ্ছে ভাষার মূল উপকরণ।

- ❑ **সাধিত শব্দ:** যে সব শব্দকে বিশ্লেষণ করলে অর্থসঙ্গতিপূর্ণ ভিন্ন একটি শব্দ পাওয়া যায়, তাদেরকে সাধিত শব্দ বলে।

- ❑ মূলত মৌলিক শব্দ থেকেই বিভিন্ন ব্যাকরণসিদ্ধ প্রক্রিয়ায় সাধিত শব্দ গঠিত হয়। মৌলিক শব্দ সমাসবদ্ধ হয়ে কিংবা প্রত্যয় বা উপসর্গ যুক্ত হয়ে সাধিত শব্দ গঠিত হয়। যেমন- হাতল, নীলাকাশ, চাঁদমুখ, বিহার, ফিসফাস, ধুমধাম, পরিচালক, গরমিল, সম্পাদকীয়, ইত্যাদি।

- ❑ শব্দের দ্বিত্ব করেও সাধিত শব্দ হয়ে থাকে। যেমন: ফিসফিস, ধুমাধুম।

BCS P2A P2A P2A 01329-67 20 52

❖ অর্থমূলক শ্রেণিবিভাগ

- ❑ যৌগিক শব্দ
- ❑ রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ
- ❑ যোগরূঢ় শব্দ

- ❑ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ: একটি শব্দের উৎপত্তি যখন ঘটেছিল তখন তার যে অর্থ ছিল তা-ই হলো ওই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ।
- ❑ ব্যাবহারিক অর্থ: কোনো শব্দ প্রকৃত অর্থে যে অর্থে ব্যবহৃত হয় বা যে অর্থ প্রকাশ করে তাকে সেই শব্দের ব্যাবহারিক অর্থ বলে।

❖ যৌগিক শব্দ

- ❑ যে সব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যাবহারিক অর্থ একই তাদের যৌগিক শব্দ বলে।

❖ কিছু যৌগিক শব্দ

- ❑ গায়ক
- ❑ বাবুয়ানা
- ❑ দৌহিত্র
- ❑ পক্ষী
- ❑ গমন
- ❑ পিতৃহীন
- ❑ গোলাপি
- ❑ মিতালি
- ❑ দাতা
- ❑ কর্তব্য
- ❑ মধুর
- ❑ চিকামারা

মূল শব্দ	শব্দ গঠন(অর্থ)	অর্থ
গায়ক	√গৈ+ণক(অক)	যে গান করে
কর্তব্য	√কৃ+তব্য	যা করা উচিত
পক্ষী	পক্ষ + ইন্	যার পক্ষ বা ডানা আছে
দৌহিত্র	দুহিতা+ষ্ণ (দুহিতা= মেয়ে)	কন্যার পুত্র, নাতি
বাবুয়ানা	বাবু + আনা	বাবুর ভাব
গমন	√গম + অন	যাওয়া বা যাওয়ার ভাব
পিতৃহীন	পিতা + হীন	যার পিতা নেই
গোলাপি	গোলাপ + ই	গোলাপের মত হালকা রং
কর্তব্য	√কৃ + তব্য	যা করা উচিত
চিকামারা	চিকা + মারা	দেয়ালের লিখন

শব্দ	ব্যুৎপত্তিগত অর্থ	ব্যাবহারিক অর্থ
গমন	√গম + অন	যাওয়া বা যাওয়ার ভাব
গোলাপি	গোলাপ + ই	গোলাপের মত হালকা রং
পাগলামি	পাগল + আমি	পাগলের মত ভাব

❖ রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ

- ❑ প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগে গঠিত যে সব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যাবহারিক অর্থ আলাদা হয়, তাদেরকে রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ বলে।
- ❑ প্রবীণ, হস্তী, গবেষণা, সন্দেশ, বাঁশি, হরিণ, উপসর্গ, তৈল, শ্বশুর, গবাক্ষ, স্নাতক, রাখাল, পাঞ্জাবি, পলাশ, জ্যাঠামি, লাবণ্য, কুশল ইত্যাদি।

শব্দ	বিশ্লেষণ রূপ	ব্যুৎপত্তিগত অর্থ	ব্যাবহারিক অর্থ
প্রবীণ	প্র + বীণা	প্রকৃষ্ট বীণা বাজাতে পারেন এমন	বয়স্ক ব্যক্তি, বৃদ্ধ
হস্তী	হস্ত + ইন্	হস্ত আছে যার	পশুবিশেষ
গবেষণা	গো + এষণা	গোরু খোঁজা	ব্যাপক পর্যালোচনা
সন্দেশ	সম্ + দেশ	সংবাদ, খবরাখবর	মিষ্টান্ন বিশেষ
বাঁশি	বাঁশ + ই	বাঁশ দিয়ে তৈরি যে কোনো বস্তু	এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র
হরিণ	√হৃ + ইন	হৃদয় হরণকারী	পশুবিশেষ
উপসর্গ	উপ + সর্গ	আগের বা পূর্বের অধ্যায়	রোগের লক্ষণ
তৈল	তিল + ষ্ণ	তেলের তৈরি যে কোনো পদার্থ	উদ্ভিজ্জ স্নেহ পদার্থ
গবাক্ষ	গো + অক্ষ	গোরুর চোখ	জানালা
স্নাতক	স্নাত + ক	স্নানকারী	ব্যাচেলর ডিগ্রিপ্রাপ্ত
পাঞ্জাবি	পাঞ্জাব + ই	পাঞ্জাবের অধিবাসী	পোশাক বিশেষ

BCS P2A P2A P2A 01329-67 20 52

জ্যাঠামি	জ্যাঠা + আমি	জ্যাঠার (চাচা) মতো কাজ	চাপল্য, চঞ্চল, অস্থির।
লাবণ্য	লবণ + য	লবণের মতো	সৌন্দর্য, সুন্দর
কুশল	কুশ + অল	কুশ(খড়) আনে যে	মঙ্গল বা কল্যাণ

❖ যোগরূঢ় শব্দ

❑ সমাস নিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদ সমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাদেরকে যোগরূঢ় শব্দ বলে।

❖ আরো কিছু যোগরূঢ় শব্দ

❑ জলদ
❑ জলধি
❑ রাজপুত
❑ মহাযাত্রা
❑ পঙ্কজ
❑ বলদ
❑ সরোজ
❑ বেতার
❑ সুহৃদ
❑ অচল
❑ আদিত্য
❑ অসুখ
❑ জলধর
❑ তুরঙ্গম

শব্দ	বিশেষ অর্থ	স্বাভাবিক অর্থ
জলদ	মেঘ	জল দেয় যা
উদ্ভিদ	বৃক্ষ	মাটি ভেদ করে উঠে যা
জলধি	সমুদ্র	জল ধারণ করে এমন কলসি
রাজপুত	জাতি বিশেষ	রাজার পুত্র
মহাযাত্রা	মৃত্যু	মহা সমারোহে যাত্রা
পঙ্কজ	পদ্মফুল	পঙ্কে জন্মে যা
বলদ	গোরু	বল দেয় যা (মেশিন
সরোজ	পদ্মফুল	সরোবরে জন্মে যা
অচল	পর্বত	যা নড়াচড়া করে না (জড় পদার্থ)
আদিত্য	সূর্য	অদিতির পুত্র বা সব দেবতা
অসুখ	রোগ	নেই সুখ যার
জলধর	মেঘ	জল ধারণ করে এমন কলসি
তুরঙ্গম	ঘোড়া	যে বেগে গমন করে
বেতার	বাদ্যযন্ত্র	নেই তার যার (রেডিও)
সুহৃদ	বন্ধু	সুন্দর হৃদয় যার

❖ উৎপত্তি অনুসারে শব্দের শ্রেণিবিভাগ

উৎপত্তি অনুসারে শব্দকে ৫ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নতুন ব্যাকরণে ৪ প্রকার। (অর্ধ-তৎসমকে বাদ দেয়া হয়েছে।)

❑ তৎসম
❑ অর্ধ-তৎসম
❑ তদ্ভব
❑ দেশি
❑ বিদেশি

ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে:

❑ তদ্ভব শব্দ-৬০%
❑ তৎসম-২৫%
❑ অর্ধ-তৎসম-৫%
❑ দেশি-২%

❖ তৎসম শব্দ

❑ **নিয়ম-১:** ঈ, ঊ, ঋ, ণ, ষ থাকলে তৎসম শব্দ। যেমন- লবণ, ব্যাকরণ, ঋণ, নীল, নদী, মেধাবী, কৃষ্ণ, সূত্রধর। ব্যতিক্রম- পোষা, বোষ্টম, কেষ্ট, খ্রিষ্ট, খ্রিষ্টীয়, খ্রিষ্টাব্দ, খ্রিষ্টান (অ-তৎসম)

❑ **নিয়ম-২:** তৎসম উপসর্গ ২০ টি দ্বারা গঠিত শব্দ তৎসম শব্দ। প্র, পরা, অপ, সম ইত্যাদি। যেমন- প্রভাব, প্রতাপ, প্রসিদ্ধ ইত্যাদি। ব্যতিক্রম: আ. সু. বি. নি- এই ৪টি উপসর্গযুক্ত থাকলে সেটি বাংলা শব্দও হতে পারে, আবার তৎসম শব্দও হতে পারে। এই ক্ষেত্রে মূল শব্দ অনুযায়ী সেটি নির্ধারণ করতে হবে।

❑ **নিয়ম-৩:** তৎসম প্রত্যয় গঠিত শব্দ। যেমন- তব্য, অনীয়।

❑ **নিয়ম-৪:** ভূ-মণ্ডল সংক্রান্ত বেশিরভাগ শব্দ তৎসম শব্দ। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, শশী, জ্যোৎস্না, ভূ-মণ্ডল।

❑ **নিয়ম-৫:** সকল ক্রমবাচক শব্দ তৎসম শব্দ। যেমন- প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি।

❑ **নিয়ম-৬:** যুক্তবর্ণ দ্বারা গঠিত অধিকাংশ শব্দ, রেফ, ৬ টি ফলা দ্বারা গঠিত অধিকাংশ শব্দ তৎসম শব্দ। যেমন- ক্ষ্য, ক্ষ, চ্ছ, জ্ব, জ্ঞ, ঞ্চ। রেফ: সূর্য, বর্ণ, সুকর্ণ, স্বর্ণ, কর্মকার, সর্ব, সর্প। এছাড়াও ঋ- কার যুক্ত শব্দ তৎসম শব্দ। যেমন- গৃহ, কৃষ্ণ, বৃষ্টি, কৃপণ, তৃণ, সর্প।

❑ **নিয়ম-৭:** অপেক্ষাকৃত পুরাতন রূপ তৎসম শব্দ। যেমন- কান < কর্ণ, হাত < হস্ত। এখানে কর্ণ, হস্ত তৎসম শব্দ।

❑ **নিয়ম-৮:** বিসর্গযুক্ত শব্দ গুলো এবং বিসর্গসন্ধি সাধিত শব্দগুলো তৎসম শব্দ।

❑ **নিয়ম-৯:** 'ৎ' যুক্ত সকল শব্দই তৎসম। যেমন: ইন্দ্রজিৎ, উৎকণ্ঠা, উৎকৃষ্ট, উৎপাত, কিঞ্চিৎ, কুৎসিত, ঘৃৎকার, চিৎকার, জ্যোৎস্না, তৎসম, তৎপর। ব্যতিক্রম: উৎকপালি (বাংলা), গৎ (হিন্দি), নাৎসি (জার্মান), পিৎজা (ইতালি)।

BCS P2A P2A P2A 01329-67 20 52

- **নিয়ম-১০:** ১০ দিক সম্পর্কিত সকল শব্দ তৎসম শব্দ। যেমন: উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, ঈশান ইত্যাদি।
- **নিয়ম-১১:** বহুবচনবাচক গণ, বৃন্দ, আবলি, গুচ্ছ, দাম, নিকর প্রভৃতি থাকলে তৎসম শব্দ হয়।
- বাংলা ১২ মাসের নাম, বাংলা সাত দিনের নাম, ৬ ঋতুর নাম তৎসম শব্দ।
- সনাতন ধর্ম সংক্রান্ত শব্দ তৎসম শব্দ। যেমন- ব্রাহ্মণ, দেবতা, দেবী, মন্দির, পূজা ইত্যাদি।

- **নবম-দশম শ্রেণির বইয়ের উদাহরণ :** চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভবন, ধর্ম, পাত্র, মনুষ্য, হস্ত, চর্মকার, জ্যোৎস্না, শ্রাদ্ধ, গৃহিণী, বৈষ্ণব, কুৎসিত।
- **আরও কিছু তৎসম শব্দ:** মানব, কাক, জয়, রবি, মাতা, জীবন, মাধব, নীলিমা, জল, বধ, ভাবুক, ভূমি, মধু, লতা, জীবন, প্রভাত, নারিকেল ইত্যাদি।

❖ অর্ধ-তৎসম শব্দ

জ্যোৎস্না - জোছনা	শ্রাদ্ধ - ছেরাদ্দ	গৃহিণী - গিন্নি	বৈষ্ণব – বোষ্টম
বৈদ্য – বদ্দি	বিষ্ণু - বিষ্টু	পুরোহিত - পুরুত	শ্রীদাম – ছিদাম
রৌদ্র – রোদ্দুর	বৃহস্পতি – বেস্পতি	গ্রাম – গেরাম	শ্রী - ছিরি
মিত্র - মিত্তির	ঘৃণা - ঘেন্না	রাজপুত্র - রাজপুত্তুর	কুৎসিত – কুচ্ছিত
শ্রাদ্ধ - ছেরাদ্দ	প্রণাম - পেন্নাম	মহোৎসব - মোচ্ছব	চক্ষু – চোখ

❖ তদ্ভব শব্দ

- তৎ+ভব = তা থেকে উৎপন্ন। প্রাকৃত থেকে জন্ম বলে একে প্রাকৃতজ শব্দও বলা হয়।
- সংস্কৃত শব্দ যখন প্রাকৃত ভাষার ভেতর দিয়ে রূপ পালটে বাংলায় এসে পৌঁছায় তখন তা তদ্ভব শব্দ হিসেবে পরিগণিত হয়।
- এই শব্দগুলো বাংলা ভাষার মূল উপাদান। এগুলোকে বলা হয় খাঁটি বাংলা শব্দ।

- **যেমন:**
- হস্ত-হত্থ-হাত
- বংশী-বংসী-বাঁশি
- চর্মকার-চম্মআর-চামার
- কর্মকার-কম্মআর-কামার
- বধূ-বহূ-বউ
- ভক্ত-ভত্ত-ভাত
- কার্য-কজ্জ-কাজ
- ভদ্র-ভল্ল-ভাল

- **আরও কিছু তদ্ভব শব্দ**
- মাতা-মা
- তন্ত্রী-তাঁতি
- গৃহ-ঘর
- কর্পট-কাপড়
- তৈল-তেল
- সাগর-সায়র
- পক্ষী-পাখি
- গচ্ছ-গাছ
- ব্যাঘ্র-বাঘ
- দেবর-দেওর
- কুম্ভকার-কুমার
- তাম্র-তামা
- ষণ্ড-ষাঁড়

❖ দেশি শব্দ

- অনার্যমূল শব্দ গুলো দেশি শব্দ।
- বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের (কোল,মুণ্ডা,তামিল) ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু উপাদান বাংলায় রক্ষিত হয়েছে। এই শব্দ গুলোকেই দেশি শব্দ হিসেবে অভিহিত করা হয়।
- চুলা - মুণ্ডারী ভাষা
- কুড়ি- কোলভাষা
- পেট- তামিল ভাষা

বিভিন্ন দেশি শব্দের উদাহরণ

- ডাব, ঢেঁকি, ডাগর, কুলা, চোঙ্গা, টোপর, গঞ্জ
- জীবজন্তু ও পশুপাখি: খেঁকশিয়াল, নেংটি, বাবুই, হাঁড়ি, হুতুম।
- ফলমূল ও খাদ্যদ্রব্য: উচ্ছে, কদু, লাউ, জলপাই, জারুল, থানকুনি, থোড়, ধুন্দল, বাতাসা, নটে, মালপো ইত্যাদি।
- ঘরগৃহস্থালি ও নিত্য প্রয়োজনীয়: খালই, চিমটা, ঝাঁটা, ঢেঁকি, বাখারি।
- মাছের নাম: কাতলা, গজাল, চেলা, টেংরা, পোনা, বাটা।
- অন্যান্য: কচি, কানা, কুড়ি, ছোকরা, ঝাউ, ঝিনুক, ঝোল, ডাব, ডিগবাজি, দাবা, পোকা, মুড়ি, মুলো, মই, যাতা, লাঠি, পেট।

আরবি শব্দ	ফারসি শব্দ
আল্লাহ্	খোদা
জান্নাত	বেহেশত
জাহান্নাম	দোজখ
সালাত	নামাজ
সিয়াম	রোজা
হজ, যাকাত, ইসলাম	হাদিস

BCS P2A P2A P2A 01329-67 20 52

❖ বিদেশি শব্দ

❖ আরবি শব্দ

- ❑ **ধর্ম সংক্রান্ত:** আল্লাহ, ঈমান, ইসলাম, ওজু, কুরআন, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম, তসবি, জাকাত, হারাম, হালাল, গোসল, তওবা, ঈদ, কোরবানি।
- ❑ **আইন সম্পর্কিত:** ইনসান, আদালত, উকিল, এজলাস, এলেম, ওজর, মুন্সেফ, মোক্তার, কিতাব, কানুন, নগদ, বাকি, কেচ্ছা, খারিজ, কলম, মহকুমা, তারিখ, ছবি।

❖ ফারসি শব্দ

- ❑ শব্দের শেষে কর/গর (পেশা): যাদুকর, কারিগর, সওদাগর
- ❑ দার প্রত্যয় যোগে: জমিদার, তালুকদার, ঝাড়ুদার
- ❑ বাজ প্রত্যয় যোগে: বোমাবাজ, ধোঁকাবাজ
- ❑ বন্দি/বন্দ প্রত্যয় যোগে: রাজবন্দি, জবানবন্দি, কারাবন্দি।
- ❑ সই প্রত্যয় যোগে: জুতসই, চলনসই, টেকসই।

ফারসি শব্দ মনে রাখার কৌশল:

- ❑ চশমা - কারখানা - কারিগর - বাজার – দোকান -পাইকারী - খুচরা - আমদানি - রপ্তানি
- ❑ জানোয়ার - বদমাশ - রংবাজ - চাঁদাবাজ - রংমহল - রংতামাশা - হাঙ্গামা

❖ রং সম্পর্কিত শব্দ

- ❑ নীল, ধূসর, হলুদ - তৎসম শব্দ।
- ❑ আসমানি, বাদামি, লাল, সবুজ, গোলাপি, সফেদ, সাদা - ফারসি শব্দ।
- ❑ বেগুনি, খয়েরি, ছাই, রুপালি, সোনালি- বাংলা বা তদ্ভব।
- ❑ চকলেট – ফরাসি, ম্যাজেন্টা – ইতালি শব্দ।
- ❑ কালো- দেশি (আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে বাংলা)

❖ বাবা মা সম্পর্কিত

- ❑ বাবা - তুর্কি শব্দ
- ❑ পিতা, মাতা, জনক, জননীম - তৎসম শব্দ
- ❑ বাপ, মা – বাংলা শব্দ
- ❑ আব্বা, আব্বু – আরবি শব্দ
- ❑ **পোর্তুগিজ শব্দ:** আতা, আনারস, আচার, পেয়ারা, পেঁপে, পাউরুটি, পিরিচ, গামলা, সাবু, গির্জা, পাদ্রি, ক্রুশ, বাইবেল, যিশু, কফিন, ইংরেজ, ইংরেজি, বালতি, সাবান, তোয়ালে, কামরা, জানালা, কেদারা, গুদাম, আলমারি, চাবি, আলপিন।
- ❑ **তুর্কি শব্দ:** বেগম, বাবা, খোকা, কুলি, দারোগা (অভিধানে ফারসি), চাকর (অভিধানে ফারসি শব্দ), বাবুর্চি, কোর্মা (পোলাও- ফারসি), বন্দুক, চাকু, বারুদ, তোপ, কাঁচি, লাশ, মুচলেকা।
- ❑ **ফরাসি শব্দ:** কার্তুজ, আতাঁত, কুপন, কোলাজ, ক্যাফে, ডিপো, রেনেসাঁস, রেস্তোরাঁ, দিনেমার, চকোলেট।
- ❑ **ওলন্দাজ শব্দ:** ইস্কাপন, টেককা, তুরুপ, রুইতন, হরতন।
- ❑ **গুজরাটি শব্দ:** খদ্দর, খাদি, হরতাল, চরকা।
- ❑ **পাঞ্জাবি শব্দ:** চাহিদা, শিখ, তরকা।
- ❑ **চিনা শব্দ:** চা, চিনি, লিচু, সাম্পান।
- ❑ **মায়ানমার (বার্মিজ) শব্দ:** লুঙ্গি, ফুঙ্গি, নাপ্পি।
- ❑ **জাপানি শব্দ:** ক্যারাটে, জুডো, রিক্সা, হারিকিরি, হাসনাহেনা
- ❑ **হিন্দি শব্দ:** পানি, নানা, ফালতু, তাগড়া, কাহিনি, খানা, চামেলি।
- ❑ **ইংরেজি শব্দ:** অফিস, কেক, কোট, ক্লাস, ক্যালেন্ডার, গ্লাস, চপ, চেয়ার, জজ, জ্যাম, টিন, টেবিল, কামান, টেলিভিশন, ডায়েরি, নোট, পেন, পেন্সিল, প্যান্ট, প্লেন, ফিল্ম, ফ্যাশন, ফুটবল, ফটোকপি, মিটিং, মেম্বার, রোড, লাইব্রেরি, লাগেজ, শেয়ার, স্কুল, হ্যান্ডবল, হাসপাতাল, রোস্ট, ফটোস্ট্যাট, বার্গার, বল, ব্যাগ, বাক্স, বাল্ব, মাস্টার।

❖ মিশ্র শব্দ

রাজা-বাদশা (তৎসম + ফারসি)	হেড-মৌলবি (ইংরেজি + আরবি)	হাট-বাজার (বাংলা + ফারসি)
হেড–পণ্ডিত (ইংরেজি + তৎসম)	খ্রিষ্টাব্দ (ইংরেজি + তৎসম)	ডাক্তার-খানা (ইংরেজি + ফারসি)
রাজাউজির(তৎসম + আরবি)	আইনজীবী(ফারসি + তৎসম)	কালিকলম(বাংলা + আরবি)
পকেটমার(ইংরেজি + বাংলা)	দেনাদার(আরবি + ফারসি)	চৌকিদার(বাংলা + ফারসি)
দাওয়াখানা(আরবি + ফারসি)	হাফহাতা(ইংরেজি + তদ্ভব)	মাস্টারমশাই(ইংরেজি + তদ্ভব)
চৌহদ্দি(বাংলা + ফারসি)	ঝাড়ু দার(হিন্দি+ ফারসি)	গুরুগিরি(তৎসম + ফারসি)
হাবিলদার(আরবি + ফারসি)	হেডমৌলভি(ইংরেজি + আরবি)	পাওনাদার(বাংলা + ফারসি)
শ্রমিকমালিক(তৎসম + আরবি)	নিটল(বাংলা + তৎসম)	হানাদার(বাংলা + ফারসি)
জাদুঘর(ফারসি + বাংলা)	খোশমেজাজ(ফারসি + আরবি)	ফৌজদারি(আরবি + ফারসি)
দফাদার(আরবি + ফারসি)	চাবিকাঠি(পোর্তুগিজ + বাংলা)	অংশীদার(তৎসম + ফারসি)

BCS P2A P2A P2A 01329-67 20 52

প্রদত্ত শব্দ	৯ম-১০ম শ্রেণির ব্যাকরণ	আধুনিক বাংলা অভিধান	প্রদত্ত শব্দ	প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ
আইন	আরবি	ফারসি	সুড়ঙ্গ	গ্রিক
চিনি	চীনা	তদ্ভব	মার্কা	পোর্তুগিজ
টেক্কা	ওলন্দাজ	দেশি	লুঙ্গি	মায়ানমার / বর্মি
তুরুপ	ওলন্দাজ	পোর্তুগিজ	চৌ-হদ্দি	ফারসি + আরবি
কার্তুজ	ফরাসি	পোর্তুগিজ	চকোলেট	ম্যাক্সিকান
বেগম	ফারসি	তুর্কি	চরকা	গুজরাটি
তারিখ	ফারসি	আরবি	পেয়ারা	মারাঠি
আদমি	ফারসি	আরবি	বর্গি	মারাঠি
চাহিদা	পাঞ্জাবি	তদ্ভব	জঙ্গল	ফারসি
কুলা	দেশি	তদ্ভব	আতা	পোর্তুগিজ
গঞ্জ	দেশি	ফারসি	শরবত	ফারসি
চোঙা	দেশি	হিন্দি	হুকুম	ফারসি
ঢেঁকি	দেশি	হিন্দি	কানুন	ফারসি
দারোগা	তুর্কি	ফারসি	বন্দুক	তুর্কি

- মুন্ডমাল শব্দ: একাধিক শব্দে গঠিত পদগুচ্ছকে দ্রুত ব্যবহার করার জন্য প্রতিটি শব্দের প্রথম বর্ণ যোগ করে শব্দ গঠন করা হলে তাকে মুন্ডমাল শব্দ বলে ।যেমন- বাসস, ঢাবি।
- খণ্ডিত শব্দ: টেলিফোন- ফোন, কমলালেবু- কমলা, মাইক্রোফোন-মাইক ইত্যাদি।
- পারিভাষিক শব্দ: বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিদেশি শব্দের ভাব অনুবাদমূলক প্রতিশব্দকে পারিভাষিক শব্দ বলে।
- অম্লজান- Oxygen
- সমীকরণ- Equation
- সমাপ্তি- Final
- নথি- File

BCS P2A P2A P2A 01329-67 20 52